সংবাদ

7 APR 2003

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর নির্দেশও কাজ হচ্ছে না

রংপুরের এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রে সরকারিদলের নেতাদের ফ্রি স্টাইল ঘোরাঘুরি

শিয়াকত আলী বাদল, রংপুর থেকে ঃ এসএসসি পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর ইশিয়ারি দলীয় নেতা-কর্মীদের পরীক্ষা কেন্দ্রে যেতে না পারার নির্দেশসহ কিছুই পালন করা হচ্ছে না রংপুর জেলার ১৬টি পরীক্ষা কেন্দ্রে। বরং বিএনপির জেলা-উপজেলা পর্যায়ের নেতারা সদলবলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে। অনেকে আবার তাদের স্বজন পরীক্ষার্থীদের নানাভাবে সহায়তা করছেন বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় পরিক্ষার্থীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

শনিবার জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোজাফফর হোসেন এক ব্যবসায়ীসহ রংপুর সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের পরীক্ষা কেন্দ্রে গাড়ি নিয়ে আকস্মিকভাবে ঢুকে পড়েন। তারা বিভিন্ন কক্ষে গিয়ে পরীক্ষা দেয়া প্রত্যক্ষ করেন। এক ঘন্টাব্যাপী সেখানে অবস্থানকালে কোন ম্যাজিস্ট্রেট বা সরকারি কর্মকর্তা তাদের সঙ্গে ছিলেন না। এ সময় দায়িত্ব পালনরত

রংপুর ঃ পৃঃ ২ কঃ ৩

রংপুর ঃ কেন্দ্র

(১২ পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষকরা চরম বিব্রতবোধ করতে থাকেন। অনেকে পরীক্ষার্থী-শিক্ষকদের কাছে জানতে চান তারা কারা;, কিন্তু কোন উত্তর দিতে পারেননি কর্তব্যরত শিক্ষকরা। প্রায় এক ঘন্টা সেখানে অবস্থান করে বিএনপির সেই নেতা প্রধান শিক্ষিকার কক্ষে গিয়ে সরাসরি রংপুরের ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলামের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলে তাকে রংপুর জিলা স্কুল কেন্দ্রে আসতে বলে তারা সেখানে যান। পরে জেলা প্রশাসকসহ সেই নেতা ও ব্যবসায়ী ব্যক্তিটি জিলা স্কুল পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

জেলা বিএনপির সভাপতি রহিমউদ্দিন ভরসা একইভাবে শহরে বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্র ঘুরে বেড়িয়েছেন।

অন্যদিকে জেলার ৮ উপজেলার বিভিন্ন পরীক্ষাকেন্দ্রে দিবা উপজেলা পর্যায়ের সরকারিদলের নেতৃবৃন্দ ফ্রি স্টাইলে যাতায়াত করছেন। তাদের এভাবে পর্যবেক্ষণ করার নামে ঘোরাফেরা এবং অনেক ক্ষেত্রে স্বজনদের নকল সরবরাহ করার বিষয়ে পরীক্ষার্থীরা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে।

এ ব্যাপারে একজন কর্মকর্তার কাছে জানতে চাইলে রোববার 'সংবাদ'কে জানান, শিক্ষাবোর্ডের নির্দেশ রয়েছে জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা দায়িত্বপ্রাপ্ত পরীক্ষা কেন্দ্রে যাবেন, তারা পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করবেন। এছাড়া জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত গণ্যমান্য ব্যক্তিরা ভিজিলেন্স টিমের সদস্য হিসেবে পরীক্ষা কেন্দ্রে যেতে পারবেন; তবে কোন অবস্থাতে রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ নয়। কিন্তু রংপুর জেলা প্রশাসন সরকারিদলের নেতাদের গণ্যমান্য ব্যক্তির নামে ভিজিলেন্স টিমের সদস্য করেছেন, যা সম্পূর্ণ নিয়ম বহির্ভূত বলে বিভিন্ন মহল মতপ্রকাশ করেছেন। তবে জেলা প্রশাসনের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, জেলা বিএনপির সভাপতি- সম্পাদক ভিজিলেন্স দলের সদস্য। এ ব্যাপারে রংপুরের ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসকের সঙ্গে কয়েক দফা টেলিফোনে যোগাযোগ করেও তাকে পাওয়া যায়নি।